

শ্রমায়ুণ আজাদের প্রবচনশুদ্ধ

পর্ব -২

পূর্ব প্রকাশের পর

- ✚ ১। এদেশের মুসলমান এক সময় মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিলো; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছে। দৌত্রের উরশে জন্ম নিচ্ছে দিতামহ।
- ✚ ২। নিম্নুকেরা পুরোপুরি অমৎ হ'তে পারেন না, কিছুটা অশ্রুতা তাঁদের দেশার জন্যে অপরিহার্য; কিন্তু প্রশংসাকারীদের দেশার জন্যে মিথ্যাচারই যথেষ্ট।
- ✚ ৩। বাস্তব কাজ অনেক মহাজ্ঞ অবাস্তব কাজের থেকে; আট ঘন্টা একটানা শ্রম গাধাও করতে পারে, কিন্তু একটানা এক ঘন্টা স্বপ্ন দেখা রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ্ড অসম্ভব।
- ✚ ৪। প্রতিটি মার্থক প্রেমের কবিতা বলতে বোঝায় যে কবি প্রেমিকাকে পায় নি, প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা বোঝায় যে কবি প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে।
- ✚ ৫। তৃতীয় বিশ্বের নেতা হওয়ার জন্যে দুটি জিনিশ দরকার : বন্দুক ও কবর।
- ✚ ৬। প্রতিটি বিজ্ঞানদানে পন্যটির থেকে পন্যটি অনেক মোড়নীয়; তাই ব্যর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানদনশ্রমো। দর্শকেরা পন্যের থেকে পন্যটিকেই কিনতে ও ব্যবহার করতে অধিক আগ্রহ বোধ করে।
- ✚ ৭। কোন দেশের নাঙলের রূপ দেখেই বোঝা যায় শুই দেশের মেয়েরা কেমন নাচে, কবিরা কেমন কবিতা লেখেন, বিজ্ঞানীরা কি আবিষ্কার করেন, আর রাজনীতিকেরা কতোটা ছুরি করে।
- ✚ ৮। যারা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়, তারা ধার্মিকও নয়, বিজ্ঞানীও নয়। শুরুতেই স্বর্গ থেকে যাকে বিতারিত করা হয়েছিলো, তারা তার বংশধর।
- ✚ ৯। যতোদিন মানুষ অমৎ থাকে, ততোদিন তার কোনো শত্রু থাকে না; কিন্তু যেই মে অৎ হয়ে উঠে, তার শত্রুর অভাব থাকে না।

- ✚ ১০। এদেশে সবাই শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক : দারোগার শোকসংবাদেও লেখা হয়, 'তিনি শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন'।
- ✚ ১১। শিল্পকলা হচ্ছে নিরর্থক জীবনকে অর্থপূর্ণ করার ব্যর্থ প্রয়াস।
- ✚ ১২। কিছু বিশেষণ ও বিশেষ্য পরস্পরসম্পর্কিত; বিশেষ্যটি এনে বিশেষণ আনে, বিশেষণ এনে বিশেষ্য আনে। তারপর একসময় একটি ব্যবহার করলেই অন্যটি বোঝায়, দুটি একসাথে ব্যবহার করতে হয় না। যেমন : ভ্রুত বললেই দীর আনে, আবার দীর বলতেই ভ্রুত আনে। এখন আর 'ভ্রুত দীর' বলতে হয় না; 'দীর' বললেই 'ভ্রুত দীর' বোঝায়।
- ✚ ১৩। ভ্রুত শব্দের অর্থ খাদ্য। প্রতিটি ভ্রুত তার শব্দরূপ খাদ্য। তাই ভ্রুতরা দিনদিন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে আবর্জনায় পরিণত হয়।
- ✚ ১৪। মূর্তি ভাঙতে লাগে মেরুদণ্ড, মূর্তিপূজা করতে লাগে মেরুদণ্ডহীনতা।
- ✚ ১৫। আমাদের সমাজ যাকে কোনো মূল্য দেয় না, প্রকাশ্যে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে, আর যাকে মূল্য দেয় প্রকাশ্যে তার নিন্দা করে। শিক্ষকের কোনো মূল্য নেই, তাই তার প্রশংসায় সমাজ পঞ্চমুখ; চোর, দারোগা, কানোবাজারি সমাজে অশুভ্র মূল্যবান, তাই প্রকাশ্যে সবাই তাদের নিন্দা করে।
- ✚ ১৬। মৌল্যবোধরাজনীতির থেকে সব সময়ই উৎকৃষ্ট।
- ✚ ১৭। জুধা ও মৌল্যবোধের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে-সব দেশে অধিকাংশ মানুষ অনাহারী, সেখানে মাংস হস্তা রুদমীর লক্ষণ; যে-সব দেশে প্রচুর খাদ্য আছে, সেখানে মেদহীন হস্তা রুদমীর লক্ষণ। একন্যেই হিন্দি আর বাঙলা ফিল্মের নায়িকাদের দেহ থেকে মাংস চর্বি উড়ে পড়ে। জুধা দর্শকেরা সিনামা দেখে না, মাংস ও চর্বি দেখে জুধা নিবৃত্ত করে।
- ✚ ১৮। বাস্তবতাদের সাথে সময় কাটাতে চাইলে বই খুলুন, অবাস্তবতাদের সাথে সময় কাটাতে চাইলে টেলিভিশন খুলুন।
- ✚ ১৯। স্রবস্রুতি মানুষকে নষ্ট করে। একটি শিশুকে বেশি স্রুতি করুন, সে কয়েকদিনে পাক্ষা শয়তান হয়ে উঠবে। একটি নেতাকে স্রুতি করুন, কয়েকদিনের মধ্যে দেশকে সে একটি একনায়ক উপহার দেবে।

- ✚ ২০। য়ীরা যে মানুষ হয় না, তার কারণ তারা কখনো নিজের অন্তরে যায় না। দুঃখ পেলে তারা ব্যাংকক যায়, আনন্দে তারা আমেরিকা যায়। কখনো তারা নিজের অন্তরে যাতে পারে না, কেননা অন্তরে কোনো বিমান যায় না।
- ✚ ২১। রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু ; একটি ব্যাধি অপরটি ষাস্থ্য।
- ✚ ২২। আগে প্রতিভাবানেরা বিদেশ যেতো; এখন প্রতিভাবানেরা নিয়মিত বিদেশ যায়।
- ✚ ২৩। বিশ্বের নারী নেতারা নারীদের প্রতিনিধি নয় ; তারা সবাই রুগ্ন দিতৃত্বের দ্বিম্মেবাদামী।
- ✚ ২৪। কোন বাঙালি আজ পর্যন্ত আত্মজীবনী লেখে নি, কেননা আত্মজীবনী লেখার জন্যে দরকার মত্ততা। বাঙালির আত্মজীবনী হচ্ছে শয়তানের লেখা ফেরেশতার আত্মজীবনী।
- ✚ ২৫। কারো প্রতি শব্দটা অটুট রাখার উপায় হচ্ছে তার সাথে কখনো আক্ষাৎ না করা।
- ✚ ২৬। মানুষের তুলনায় আর সবই ক্ষুদ্র : আকাশ তার পায়ের নিচে, চাঁদ তার এক পদক্ষেপের দূরত্বে, মহাজগত তার নিজের বাড়ি।
- ✚ ২৭। পুরুষ তার পুরুষ বিধাতার হাতে লিখিয়ে নিচ্ছে নিজের রচনা; বিধাতা হলে উপৈছে পুরুষের প্রস্তুত বিধানের ক্ষতলিপিকর।
- ✚ ২৮। হিন্দু বিধানে পুরুষ দ্বারা দূষিত না হওয়া পর্যন্ত নারী পরিঙদ্ধ হয় না!
- ✚ ২৯। সব ধরনের অভিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাজনীতি; রাজনীতিকেরা অভিনয় করে সবচেয়ে বড় মঞ্চে ও পর্দায়।
- ✚ ৩০। উপ্পদে না বসলে এদেশে কেউ মূল্য পায় না। অফেটিম এদেশে জন্ম নিলে তাঁকে কোনো একাডেমির মহাপরিচালক পদের জন্যে তদ্বির চালাতে হতো।
- ✚ ৩১। অফেটিম বলেছেন তিনি দশ মহম্ম গর্ডর্ড দ্বারা পরিবৃত্ত। এখন থাকলে তিনি ওই সংখ্যার ডানে কটি শূন্য যোগ করতেন?
- ✚ ৩২। বাঙালি মুমন্নান জীবিত প্রতিডাকে লালেশে পরিনত করে, আর মৃত্ত প্রতিডার কবরে আগরবাতি জ্বালে।

- ✚ ৩৩। নজরুলসাহিত্যের আলোচকেরা সমালোচক নন, তাঁরা নজরুলের মাজারের খাদেম।
- ✚ ৩৪। দ্রষ্ট বাঙালিকে ভালোবাসার শেষে উপায় তার গালে শঙ্কু ক'রে একটি চড় কষিয়ে দেয়া।
- ✚ ৩৫। বাঙালির জাতিগত আদম্য খরা পড়ে ডাঙায়। বাঙালি 'দোরি করে', 'ছুরি করে', এমনকি 'বিশাম করে'। বিশাম শু বাঙালির কাছে কাজ।
- ✚ ৩৬। বাঙালি অদ্ভুত, তার পরিচয় রয়েছে বাঙালির ডাঙায়। কেউ এলে বাঙালি জিজ্ঞাস করে, 'কি চাই?' বাঙালির কাছে আগন্তুক মাতাই ডিঙ্কু। অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে বাঙালি বলে, 'দাঁড়ান'। বসতে বলার সৌজন্যটুকুও বাঙালির নেই।
- ✚ ৩৭। মানুষ মরণসীম, বাঙালি অপমরণসীম।
- ✚ ৩৮। গনশৌচাগার দেখলেই কেনো যেনো আমার বাঙালির আত্মাটির কথা বারবার মনে পড়ে।
- ✚ ৩৯। বিনয়ীরা সুবিধাবাদী, সুবিধাবাদীরা বিনয়ী।
- ✚ ৪০। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধেম বলে কিছু নেই। মানুষ যখন ধেম পড়ে, তখন প্রতিটি ধেমই প্রথম ধেম।
- ✚ ৪১। মার্জবাদের কথা শুনে এখন মোল্লারা ক্ষেপে না, অমাজত্বের কথা তারা অশ্রোষের মাথেই শোনে; কিন্তু শরীরের কথা শুনে লম্পটরা শু ধমুট্টো নামে।
- ✚ ৪২। এখনো বিশ্বের দেয়ানা ঠোঁটের সামনে তুলে খরা হয় নি, তুমি কথা বলো।
- ✚ ৪৩। খুব ভেবে চিন্তে মানুষ আত্মঅমর্পন করে, আর অনুপ্রাণিত মুহুর্তে ঘোষণা করা স্বাধীনতা।
- ✚ ৪৪। মানুষ যখন তার শেষে স্বপ্নটি দেখে তখনি সে বাস করে তার শেষে অময়ে।
- ✚ ৪৫। এ ব-দ্বীপে দানালি ছাড়া ফুল ফোটে না, মেঘশু নামে না।
- ✚ ৪৬। আমার লেখার যে অংশ পাঠককে তৃপ্তি দেয়, সেটুকু বর্তমানের জন্যে; আর যে অংশ তাদের ক্ষুব্ধ করে সেটুকু ভবিষ্যতের জন্যে।

- ✚ ৪৭। বাঙলার বিবেক খুবই অন্দেহজনক। বাঙলার ছুঁড়ের বিবেক আত্মত্বের পরিনত হয় আমরিক একনায়কের মেবাদামে।
- ✚ ৪৮। বাঙলাদেশ অমরদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির নিচে পাঁচজন ক'রে অমর দুম্মিয়ে আছেন।
- ✚ ৪৯। পাকিস্তানের ইতিহাস ঘাতক আর শহীদদের ইতিহাস। বাঙলাদেশের ইতিহাস শহীদ আর ঘাতকদের ইতিহাস।
- ✚ ৫০। একবার রাজাকার মানে চিরকাল রাজাকার; কিন্তু একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়।
- ✚ ৫১। বাঙলার প্রতিটি ক্ষমতাদখনকারী দল অংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বৃত্তের অংঘ।
- ✚ ৫২। পৃথিবীতে একটি মাত্র দক্ষিণদক্ষি আম্যবাদী দল রয়েছে। সেটি আছে বাঙলাদেশে।
- ✚ ৫৩। আমাদের প্রায়-প্রতিটি মার্জ্ববাদী শাস্ত্রিকের ভেতরে একটি ক'রে মৌলবাদী বাস করে। তারা পান করাকে পাপ মনে করে, প্রেমকে শুনাহ মনে করে, কিন্তু চারখান বিবাহকে আপত্তিকর মনে করে না।
- ✚ ৫৪। কবিতা এখন দু-রকম; দানাদি, ও গানাদি।
- ✚ ৫৫। বাঙলাদেশের আহিত্যে আধুনিকতাপর্বের পর কি আমবে আধুনিকতা-উত্তর-পর্ব? না। আমতে দেখছি গ্রাম্যতার পর্ব।
- ✚ ৫৬। পৃথিবী জুড়ে অমাজত্বের সাম্প্রতিক দুর্বস্বার অস্তবত গভীরক্রমেডীয় কারণ আছে। অমাজত্বের মার্জ্বীয়, মেদিনীয়, শ্রাদিনীয় আবেদন ছিলো, কিন্তু যৌনাবেদন ছিলো না।
- ✚ ৫৭। স্বার্থ অিংহকে খচ্চরে আর বিদ্রবীকে ক্লীবে পরিনত করে।
- ✚ ৫৮। অপন্যাস হচ্ছে মে-ধরনের আহিত্য, যা বছরে লাখ টন উৎপাদিত হ'লেও আহিত্যের কোনো উৎকার হয় না; আর আধ কেজি উৎপাদিত না হ'লেও কোনো ক্ষতি হয় না।

- ✚ ৫৯। অং মানুষ মাত্ৰই নিঃসঙ্গ, আর সকলের আশ্রমনের লক্ষ বস্তু।
- ✚ ৬০। মধ্যবিত্ত পতিতাদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তারা পতিতাদের মুখ ও মস্তীর পূন্য দুটাই দাবি করে।
- ✚ ৬১। বিপ্লবীদের বেশি দিন বাঁচা ঠিক নয়। বেশি বাঁচলেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে।
- ✚ ৬২। দুর্জিবাদী পর্বের সবচেয়ে বড়ো ও জনপ্রিয় কুম্ভকারের নাম প্রেম।
- ✚ ৬৩। জীবনের মারকথা কবর।
- ✚ ৬৪। শাড়ি প'রে শুধু শুয়ে থাকা যায়; এজন্যে বাঙালি নারীদের হাঁটা হচ্ছে চমকান শোয়া।
- ✚ ৬৫। স্বাস্থ্য প্রেম একজনের শরীরে ঢুকে আরেকজনের মৃত্যু দেখা।
- ✚ ৬৬। প্রেম হচ্ছে নিরন্তর অনিশ্চয়তা; বিয়ে ও অংমার হচ্ছে ছুড়ন্ত নিশ্চিত্তির মধ্যে আহাৰ, নিদ্রা, মজম, মস্তান, ও শয়তানি।
- ✚ ৬৭। ইতিহাস হচ্ছে বিজয়ীর হাতে দেখা বিজিতের নামে এক রাশ কুংমা।
- ✚ ৬৮। পুরুষতান্ত্রিক মজ্যতার শেষ্ঠ শহীদের নাম মা।
- ✚ ৬৯। গত দু-শো বছরে গবাদিপশুর অবস্থার ততোটা উন্নতি ঘটেছে নারীর অবস্থার ততোটা উন্নতি ঘটে নি।
- ✚ ৭০। টোকাই অধিকাংশ মানুষের একমাত্র ইন্দ্রিয়।
- ✚ ৭১। মৃত সিংহের থেকে জীবিত গাখান্ড কতো জোতির্ময় উজ্জ্বল।
- ✚ ৭২। মানুষ মরলে লাশ হয়, অংস্কৃতি মরলে প্রথা হয়।
- ✚ ৭৩। আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
- ✚ ৭৪। পৃথিবীর প্রধান বিশ্বাসলভনো অপবিশ্বাস মাত্র। বিশ্বাসীরা অপবিশ্বাসী।

- ✚ ৭৫। নৃত্যে বসতে এখনে নাশকেই বোঝায়। তবে নাশ জীবনকে কিছুই দিতে পারে না।
- ✚ ৭৬। গাধা একশো বছর বাঁচলেও মিংহ হয় না।
- ✚ ৭৭। আমি ঠিক করি শুধু তাদের যারা আজো জন্মে নি।
- ✚ ৭৮। মতীচন্দ আরব পুরুষদের জাতীয় পতাকা।
- ✚ ৭৯। সবচেয়ে হাম্যকর কথা হচ্ছে একদিন আমরা কেঁড থাকব না।
- ✚ ৮০। পাপ কোনো অন্যায় নয়, অপরাধ অন্যায়। পাপ ব্যক্তিত্ব, তাতে মমাজের বা অন্যের, এমনকি পাপীর নিজেরও কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু অপরাধ সামাজিক, তাতে ঙপকার হয় অপরাধীর, আর ক্ষতি হয় অন্যের বা মমাজের।
- ✚ ৮১। ক্ষমতায় থাকার সময় যারা মত প্রকাশ করতে দেয় না, ক্ষমতা হারানোর পর তারা অজ্ঞান মিত্যের প্রকাশ রোধ করতে দেয় না।
- ✚ ৮২। শিশু, মবুজ, তরুণীরা আছে ব'লে বেঁচে থাকা আজো আমার কাছে আপত্তিকর হয়ে ঙঠে নি।
- ✚ ৮৩। দণ্ড আর দাখিরাই মানবিক।
- ✚ ৮৪। ক্ষমতায় যান্ত্রিক একটাই ঙপায়; মমম্যা সৃষ্টি করা। মমম্যা মমাধান ক'রে কেঁড ক্ষমতায় যায় না, যায় সৃষ্টি করে।
- ✚ ৮৫। পৃথিবীতে রাজনীতি থাকবেই। নইলে ওই অপদার্থ অমৎ মৌলী দুষ্ট মৌকশ্চনো কি করবে?
- ✚ ৮৬। ঙাধি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলে বামফাল থেকেই তাঁর জন্মক ১৮৬১র আগে দুটি বর্ন যোগ করতে ইচ্ছে হয়। বর্ন দুটি হচ্ছে খ্রিপু।
- ✚ ৮৭। এখনে মাংবাদিকতা হচ্ছে নিউজপ্লেট-বলপ্লেট-মিত্যের পাঁচন।

- ✚ ৮৮। ফুলের জীবন বজাই করুন। অধিকাংশ ফুল অগোচরেই মরে যায়, আর বাকিগুলো মোমে শয়তানের গলায়।
- ✚ ৮৯। টেলিভিশনে জাহাজমার্গ আন্দোলনের বিজ্ঞাপনটি আকর্ষণীয়, শাওপযর্দূর্ণ; তবে অম্পূর্ণ। বিজ্ঞাপনটিতে জামে, জাহাজে, দিনের চামে আন্দোলন নাগানোর উপকারিতার কথা বলা হয়; কিন্তু বলা উচিত ছিলো যে জাহাজ মার্গ আন্দোলন নাগানোর উৎকৃষ্টতম স্থান হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দা।, বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখা যায়।
- ✚ ৯০। আমাদের অধিকাংশের চরিত্র এতো নির্মল যে তার নিরপেক্ষ বর্ণনা দিলেও মনে হয় অস্বীকৃত গালাগাল করা হচ্ছে।
- ✚ ৯১। মোল্লারা পবিত্র ধর্মকেই নষ্ট করে ফেলেছে; ওরা হাতে রাষ্ট্র পেলে তাকে জাহান্নাম করে তুলবে।
- ✚ ৯২। বিখ্যাত মোল্লাবাদী নয়। কে প্রার্থনা করলো, কে করলো না; কে কোন শরীরের ছীবার দিকে তাকালো, কোন রুদমী তার রূপের কতো অংশ দেখালো, এমত তাকে বিস্ময় উদ্ভিত করে না। কিন্তু বিখ্যাতের পক্ষে এতে উষ্ম উদ্ভিত বোধ করে উদ্ভরা।
- ✚ ৯৩। মসজিদ ডাঙে ধার্মিকেরা, মন্দির ডাঙে ধার্মিকেরা, তারপরও তারা দাবি করে তারা ধার্মিক, আর যারা ডাঙাডাঙিতে নেই তারা অধার্মিক বা নাস্তিক।
- ✚ ৯৪। মসজিদ ডাঙলে আল্লাহ কিছু যায় আমে না, মন্দির ডাঙলে ভগবানের কিছু যায় আমে না; যায় আমে শুধু ধর্মাত্মদের। ওরাই মসজিদ ডাঙে, মন্দির ডাঙে।
- ✚ ৯৫। মসজিদ তোলা আর ডাঙার নাম রাজনীতি, মন্দির ডাঙা আর তোলা নাম রাজনীতি। কিন্তু ওরা তাকে চানায় ধর্মের নামে।
- ✚ ৯৬। মসজিদ ও মন্দির ডাঙার সময় একটি মত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠে যে আল্লা ও ভগবান কতো নিষ্ক্রিয়, কতো অনুপস্থিত।
- ✚ ৯৭। ধার্মিক কখনোই অম্পূর্ণ মানুষ নয়, অনেক সময় মানুষই নয়।
- ✚ ৯৮। ধর্মের কাজ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা; তাই এক ধার্মিকের রক্তে সব সময়ই গোপনে শানানো হ'তে থাকে অন্য ধার্মিককে জবাই করার ছুরিকা।

- ✚ ৯৯। একটি ধর্মাস্ত্রের মুখের দিকে থাকলেই বোঝা যায় আল্লা অমন লোককে পছন্দ করতে পারে না।
- ✚ ১০০। মৌলবাদ হচ্ছে আল্লার নামে শয়তানবাদ।
- ✚ ১০১। শয়তানই আজকাল আল্লা আর ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে ঘান্ড'রে। আদিম শয়তান আর যাই হোক রাজনীতিবিদ ছিলো না, কিন্তু শয়তান এখন রাজনীতি শিখেছে; আল্লা আর ঈশ্বর আর জেমামের নামে দিনরাত শ্লোগান দিচ্ছে।
- ✚ ১০২। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে : অবৈজ্ঞানিকটি অধঃপতনতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকটি বিবর্তনতত্ত্ব। অধঃপতনতত্ত্বের মার কথা মানুষ স্বর্গ থেকে অধঃপতিত। বিবর্তনতত্ত্বের মার কথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতত্ত্বে বিশ্বাস করে; আমি যেহেতু মানুষের উৎকর্ষে বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাস করি বিবর্তনতত্ত্ব। অধঃপতন থেকে উৎকর্ষ অবময়ই উৎকর্ষ।
- ✚ ১০৩। মমলামানের মুক্তি ঘটে নি, কারণ তারা অতীত ও তাদের মহাপুরুষদের সম্পর্কে কোনো অত্যাশ্রিত আন্দোলন করতে দেয় না।
- ✚ ১০৪। ভাবাদর্শগত জীবন হচ্ছে বন্দি জীবন। মানুষ জীবন যাপনের জন্যে জন্মেছে, ভাবাদর্শ যাপনের জন্যে জন্মে নি।
- ✚ ১০৫। গান্ধি দাবি করেন যে তিনি একই সাথে হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি, কনফুসীয় ইত্যাদি। একে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা মহৎ ব্যাপার ব'লে মনে করেছেন। কিন্তু এটা প্রতারণা, ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, -তিনি নিজেকে ক'রে তুলেছেন অব ধরনের খারাপের সমষ্টি। এমন প্রতারণা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে বাবরি মসজিদ উদ্বোধনের। তিনি যদি বলতেন, আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, বৌদ্ধ নই, ইহুদি নই, কনফুসীয় নই; আমি মানুষ, তাহলে বাবরি মসজিদ উদ্বোধনের সম্ভাবনা অনেক কমতো।
- ✚ ১০৬। ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের আধুনিক উৎস মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি।
- ✚ ১০৭। একটি আমলা আর মন্ত্রীর মাঝে পাঁচ মিনিট কাটানোর পর জীবনের প্রতি ঘোরা ধ'রে গেলাম; তারপর একটি চতুর্দশের মাঝে দু-মুহুর্ত কাটিয়ে জীবনকে আবার ভালবাসলাম।

- ✚ ১০৮। শরীরই শ্রেষ্ঠতম মুখের আকার। গোলাপের দাঁড়ির উপর লক্ষ বছর শুয়ে থেকে, মধুরতম দ্রাক্ষার সুরা কোটি বছর পান করলে, শ্রেষ্ঠতম মঞ্জীত মহম্ম বছর উপভোগ করে যতোখানি মুখ পান্ডয়া যায়, তার চেয়ে অর্ধদশন বেশি মুখ মেলে কয়েক মুহূর্ত শরীর মল্লন করে।
- ✚ ১০৯। বিদ্যুতিভূষনের পথের পাঁচালীর পাশে মত্যজিতের চন্দ্রাচিহ্নটি খুবই শোচনীয় বস্তু, উটি তৈরি না হ'লেও ক্ষতি ছিলো না; কিন্তু বিদ্যুতিভূষন যদি পথের পাঁচালী না লিখতেন, তাহলে ক্ষতি হতো মজতার।
- ✚ ১১০। মত্যজিত যদি ভারতবর্ষ হন, তবে বিদ্যুতিভূষন বিশ্ববর্ষ, মজতারবর্ষ; কিন্তু অমজ্য প্রচারের যুগে মহৎ বিদ্যুতিভূষনকে পৃথিবী কেনো ভারত চেনে না, চেনে গৌন মত্যজিতকে।
- ✚ ১১১। কোন কালে এক কদম্ব কাছিম দৌড়ে হারিয়েছিলো এক খরগোশকে, সে গল্পে কয়েক হাজার খ'রে মানুষ মুখর। তারপর খরগোশ কতো মহম্মবার হারিয়েছে কাছিমকে, সে-কথা কেউ বলে না।
- ✚ ১১২। মত্য একবার বলতে হয়; মত্য বারবার বললে মিথ্যার মতো শোনায়। মিথ্যা বারবার বলতে হয়; মিথ্যা বারবার বললে মত্য ব'লে মনে হয়।
- ✚ ১১৩। শোনা যায় পুরোনো কালে ঘটতো নানা অলৌকিক ঘটনা, তবে পুরোনো কালের অলৌকিক ঘটনাস্তম্বো বানানো বা ভোজবাজি। প্রকৃত অলৌকিক ঘটনার কাল হচ্ছে বিশশতক। পুরোনো কালের কোনো মোজেজ লাঠিকে মাদ বানাতে, বা মনুদের উপর মড়ক তৈরি করতে পারতেন-ক্ষমিকের জন্যে। শুধুমাত্রো নিম্নমানের যাদু। মত্য স্মৃতি অলৌকিকতা স্মৃতি করতে পেরেছে শুধু বিশশতকের বিজ্ঞান। বিদ্যুৎ, বিমান, টেলিভিশন, কম্পিউটার, নভোযান, এমনকি সামান্য শেলাইকলটিও অস্তিত্বের যে কোন অলৌকিক ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি অলৌকিক। বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে মত্যে পরিণত করেছে ব'লে সাধাও তাতে বিস্মিত হয় না, কিন্তু পুরোনো শুধু অলৌকিকতার কথায় সবাই বিশ্বাস হয়ে উঠে।
- ✚ ১১৪। পুরোনো কালের মানুষ যদি দেবাত্ম একটি টেলিভিশনের সামনে এসে পড়তো, তাহলে তাকে দেবতা মনে করে পূজা করতো। আজো সেই পূজা চলতো।
- ✚ ১১৫। আজকালকার অধিকাংশ দি এইচ ডি অফিসদর্দই আশার আলো জ্বালায়; মনে হয় এখনই নিহিত আমাদের শিক্ষামন্ডল্য সমাধানের বীজ। প্রথম বর্ষ অনার্স শেষীতেই এখন দি এইচ ডি কোর্স চালু করা সম্ভব, এতে ছাত্ররা আজাই বছরে একটি ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে পারে। এখনকার অধিকাংশ ডক্টরেটই স্নাতক পূর্ব ডক্টরেট; অদূর ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিক ডক্টরেটও

পাওয়া যাবে।

✚ ১১৬। পৃথিবীতে যতোদিন অন্তত একজনও প্রথাবিরোধী মানুষ থাকবে, ততোদিন পৃথিবী মানুষের।

সমাপ্ত

*** সূত্র :- অধ্যাপক হুমায়ন আজাদ, “হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ”, তৃতীয় মুদ্রন- জুলাই, ২০০৪, ঢাকা।

*** ফ্রি বর্গসফট সফটওয়্যারের সৌজন্যে লিখিত।

অনুলিখনে :- অনন্ত

ইমেইলঃ ananta_atheist@yahoo.com